আজকের কাগজ

তারিখ ·2 9.NOV.1994 … ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

জনমনে প্রতিক্রিয়া স্কুলটির মঞ্জুরি নিয়ে

নীলফামারী জেলার পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের উত্তরাশশী গ্রামের একটি স্কুল সম্প্রতি (১৯৯৪ সালের মে মাসে) সরকারি মঞ্জুরি পেয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের এমন একটি স্কুলের মঞ্জুরি লাভ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক, কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, স্কুলটি কি আদৌ মঞ্জুরি পাবার যোগ্য? ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি ১৯৯০ সালে Opening order পায়। কিন্তু এই স্কুলে শিক্ষক-কর্মচারি নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। ১৯৯৩ সালে এ ব্যাপারে তিনি ৪৫ দিন জেলও খেটেছেন। বর্তমানে এই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির মোট আটজন স্টাফের মধ্যে কেবল প্রধান শিক্ষক (৫২) বিকম পাস বাকি ৫ জন শিক্ষকের কেউই সেকেন্ড ডিভিশন প্রাপ্ত নয়। তারপরেও এরাই এই নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। আর এদের মধ্যে দু'জন শিক্ষককে (পুরাতন দু'জন শিক্ষককে ছাঁটাই করে তাদের স্থলে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে) খাতাপত্রে কারচুপি করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দু'জন কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩০,০০০ টাকার বিনিময়ে। তার চেয়েও বড় কথা খাতাপত্রে স্কুলটির সুন্দর রূপায়ণ থাকলেও বাস্তবে তার ছিটে ফোঁটাও নেই। বাস্তবে নেই কোন চেয়ার টেবিল, নেই বেঞ্চ, নেই ছাত্রছাত্রী, আর নেই স্কুল ঘরটির বাঁশের বেড়া পর্যন্ত। ১৯৯০ সালের ৪ জুন যেদিন মাননীয় উপপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর, এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন, সেদিন ছাড়া এই স্কুল একদিনও চলেনি। স্কুলের যে ২৮ হাত ঘরটি আছে সেটি গত দু'বছর ('৯৪ এপ্রিল পর্যন্ত) আমিনুর রহমান নামে জনৈক তামাক ব্যবসায়ী ভাড়া গুদাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গুণাগুণবিহীন এই স্কুলটি মঞ্জুরি পেল কি করে এবং যে স্কুলটির গোড়াপত্তন ঘুষ দিয়ে সে স্কুলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জন করে কি হবে এবং দেশের জন্যে কি করবে, এসব নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এরকম শিক্ষানীতি এবং ঘুষ প্রশাসন (শিক্ষা) কে জনগণ ধিক্কার জানায় শত কোটি বার। এই মুহূর্তে যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ স্কুলটি পরিদর্শন করেন তাহলে স্কুলটি যে ভুয়া তা প্রমাণিত হবে। এ ব্যাপারে যথাযথ খোঁজ খবর নিয়ে উপযুক্ত প্রমাণসহ স্কুলটি ভুয়া প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট স্কুলটির বেতন প্রদান ও মঞ্জুরি বাতিল ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
হাতীপাড়া,
পঞ্চপুকুর
নীলফামারী।